যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

ঢাবি ও জগন্নাথ কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ গুলি ধাওয়া : আহত ৬

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রলীগের দুগ্রুপে পৃথক সংঘর্ষের ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলে ছাত্রলীগের বরিশাল গ্রুপের [illegible]

অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে মঙ্গলবার রাতে দুই বহিরাগত ক্যাডার গুলিবিদ্ধ হয়। হল শাখার সভাপতি হিমুর সমর্থনপুষ্ট বহিরাগত গ্রুপ ভেতো শাহীন গ্রুপের কর্মীদের ওপর হামলা করে। হলের ২০২৪ নম্বর কক্ষে টেন্ডার-বিরোধ নিয়ে সমঝোতা বৈঠকে এ হামলা হয়। এসময় প্রায় ২৫ রাউন্ড গুলিবর্ষণ হয়েছে বলে হল সূত্র জানিয়েছে।

কাঁধে ও কোমরে গুলিবিদ্ধ সাঈদ এবং পায়ে গুলিবিদ্ধ পিন্টুকে সাধারণ ছাত্ররা ট্যাক্সি ক্যাবে তুলে দেয়ার পর কোন ক্লিনিকে গোপনভাবে তারা চিকিৎসাধীন

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৮

সংঘর্ষ : আহত ৬ জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে বলে পুলিশ ধারণা করছে। হামলার পর হলে পুলিশ দুদফা ব্যর্থ তল্লাশি চালায়। হল কর্তৃপক্ষ কক্ষটি সিলগালা করে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনা তদন্তে একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে।

হলের ছাত্ররা জানিয়েছে, রবিন, টিটু, চন্দনসহ ৪/৫ জনের একটি গ্রুপ রাত পৌনে ৮টায় শাহীনের সঙ্গে ১৬ লাখ টাকার একটি টেন্ডারের ভাগ পেতে সমঝোতা বৈঠকে বসে। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রবিন পিস্তল হাতে সাঈদ ও পিন্টুকে লক্ষ্য করে ৭/৮ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। পরে তারা গুলি ছুড়তে ছুড়তে হল এলাকা ত্যাগ করে। সাঈদ ও পিন্টুকে ট্যাক্সি ক্যাবে তুলে দেয়ার পর শাহীন হল ছেড়ে চলে যায়। শাহীন দীর্ঘদিন ধরে শহীদুল্লাহ হল নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি চানখাঁরপুল ও বঙ্গবাজার এলাকায় চাঁদাবাজি করত। কিছুদিন ধরে হিমুর সঙ্গে চাঁদার ভাগাভাগি নিয়ে তার দ্বন্দ্ব চলছিল। ৬ মাস আগে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের টেন্ডার জমা দেয়াকে কেন্দ্র করে এক সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে শাহীন হলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। হিমু এ সুযোগে রবিন, টিটু ও চন্দনকে শাহীনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।

ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে পরিচিত শহীদুল্লাহ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক এসএম ইমামুল হক অবশ্য 'হলে কোন বহিরাগত থাকে না' বলে দাবি করেছেন। তবে শাহীনের ব্যাপারে চেষ্টা করেও তিনি কোন ব্যবস্থা নিতে পারছিলেন না বলে স্বীকার করেছেন।

গতকাল বিকালেও হামলাকারীদের একজন বহিরাগত চন্দনকে হল এলাকায় দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হলের আবাসিক শিক্ষক অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদকে প্রধান করে একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে দোষী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও শাস্তির সুপারিশসহ রিপোর্ট প্রদানের জন্য তিনদিনের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

গতকাল দুপুরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুগ্রুপের সংঘর্ষে চারজন আহত হয়েছে। পুলিশ জানায়, সিনিয়র ও জুনিয়র গ্রুপের মধ্যে বিরোধের জের ধরে গতকাল এই সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষকালে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা নিক্ষেপ করে। উভয় গ্রুপের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় কলেজ ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষকালে প্রতিপক্ষের ক্ষুরের আঘাতে অপু, পার্থ, রমেন ও ফজলু আহত হয়। এরা সবাই জগন্নাথ কলেজ শাখা ছাত্রলীগের কর্মী। কলেজ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ